ঢাকা ওয়াসা

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

৬ই কার্তিক, ১৪০৪ বাংলা
২১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ ইংরেজী

অঙ্গ সজ্জা : ইম্পেরিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং

বাণী

ঢাকা মহানগরীর জনসাধারণের পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়নে ঢাকা মহানগরীর জনসাধারণের পানির চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ঢাকা মহানগরীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের এ উদ্যোগ জনকল্যাণে আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টারই স্বাক্ষর বহন করে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। দেশের সকল নাগরিকের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই ছিল এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম লক্ষ্য। উন্নত নাগরিক জীবনের জন্য অন্যান্য খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশংসনীয় এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বিশেষ করে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য আমি ফরাসী সরকার ও বিশ্ব ব্যাংককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বর্তমান সরকার সূচিত জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জনকল্যাণ ও উন্নয়নের এ গতিধারায় আমরা দেশের সকল মানুষের সহযোগিতা কামনা করি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহারের জন্য পানির চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এই ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ঢাকা ওয়াসা নতুন নলকূপ খনন ও পুরাতন নলকূপ সংস্কারের পর পুনঃখনন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও এই সমস্যা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য নলকূপ স্থাপনের পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার করা গেলে সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক, ফরাসী সরকার ও জাপান সরকারের সহায়তায় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা ওয়াসা দৈনিক অতিরিক্ত ২২৫ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করতে পারবে। এর ফলে সার্বিকভাবে পানির ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব হবে। অচিরেই আরো শোধনাগার স্থাপন করে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ চাহিদা মোতাবেক নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি পানি ব্যবহারে অপচয় ও বে-আইনীভাবে ব্যবহার বন্ধ করার জন্যও সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সায়েদাবাদ শোধনাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের এই শুভ ক্ষণে ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

হাসনাত আবদুল হাই
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

একনজরে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প

কাজী মোহাম্মদ শীশ
প্রকল্প পরিচালক
চতুর্থ ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্প
(সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প)

ভূমিকা :

সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে জনসংখ্যার সাথে সংগতি রেখে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। ঢাকা মহানগরীর বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গভীর নলকূপ ভিত্তিক। মোট সরবরাহের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ পানি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করে সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু এককভাবে গভীর নলকূপ থেকে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পানির চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুপেয় পানির এই অভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে বিদ্যমান পানি সম্পদ ব্যবহার করে দীর্ঘ মেয়াদী পানি সরবরাহ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বহুদিন থেকে প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ১৯৯২ সনে একটি দ্বি-পক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগিতার অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি সমীক্ষাসহ মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। এই মাষ্টার প্ল্যান অনুসারে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ কর্মসূচীর প্রথম স্তরের প্রথম পর্যায়ের কাজ হিসেবে চতুর্থ ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।

চতুর্থ ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল :

ক) ঢাকা মহানগরীতে পর্যাপ্ত সুপেয় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের ভিত রচনা।
খ) ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং চাহিদা নির্ণয় কল্পে জরুরী কার্যক্রম গ্রহণ।

এই প্রকল্পের আওতায় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসা দৈনিক অতিরিক্ত ২২৫ মিলিয়ন লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করতে পারবে।

প্রকল্পের অবস্থান :

আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে মূল পানি শোধনাগারটি ঢাকা মহানগরীর প্রায় ৪ কিঃ মিঃ পূর্বে ব্রাহ্মনচিরন মৌজার মানিকনগর এলাকায় গোলাপবাগ ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন সায়েদাবাদে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব জমিতে নির্মাণ করা হচ্ছে।

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজের বিবরণ :

প্রস্তাবিত পানি শোধনাগারের জন্য নিম্নেবর্ণিত অংগ সমূহের নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে–

ক) পাম্পিং ষ্টেশন, ইনটেক এবং কালভার্ট :

ডেমরা ঘাটের ৪০০ মিটার ভাটিতে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে সারুলিয়া নামক স্থানে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি পাম্পিং ষ্টেশন, ইনটেক এবং একটি টুইন কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। উক্ত টুইন কালভার্টের মাধ্যমে নদীর অপরিশোধিত পানি করিম জুট মিলের নিকটস্থ ডি এন ডি খালে প্রবাহিত করা হবে। এই খালের মাধ্যমে অপরিশোধিত পানি আরেকটি কালভার্টের মাধ্যমে শোধনাগারের সাইটে নেয়া হবে।

খ) ডি এন ডি খাল সংস্কার কাজ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা খালটির একটি অংশ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারে অপরিশোধিত পানি আনয়ন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পে যৌথভাবে ব্যবহারের জন্য ঢাকা ওয়াসা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে ৯৩ সালের মার্চ মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে ঢাকা ওয়াসা ডি এন ডি খালের এই অংশ টুকু ৯৯ বৎসর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে। ব্যবহৃতব্য প্রায় ৪.৬ কিঃ মিঃ দীর্ঘ খালের অংশে ঢাকা ওয়াসা ইতোমধ্যেই বাঁধ মেরামত, এম, এস, গ্রীল লাগানো, ওভারফ্লো সিষ্টেম নির্মাণ ইত্যাদিসহ সংস্কার মূলক কাজ সম্পন্ন করেছে।

গ) ডি এন ডি খাল থেকে সায়েদাবাদ সাইট পর্যন্ত কালভার্ট :

ডি এন ডি খালের পশ্চিম প্রান্ত এবং সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের অভ্যন্তরে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ৯০০ মিলিয়ন লিটার পানি বহন করার ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি টুইন কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।

ঘ) পানি শোধনাগারের সাইট উন্নয়ন :

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের জমিটি অত্যন্ত নীচু ছিল যার কারণে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জায়গাটি প্লাবিত হতো। নির্মাণ ও পরবর্তীতে শোধনাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সংরক্ষন কাজের জন্য উপযোগী পর্যায়ে প্ল্যাটফরমটি নির্মাণের লক্ষ্যে গড়ে ৫ মিটার পর্যন্ত মাটি ভরাট করে ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। মোট ২১ হেক্টর নীচু জমির মধ্যে এই পর্যায়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঙ) মূল শোধনাগার :

আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে ২২৫ মিলিয়ন লিটার পানি উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি প্রচলিত ধরনের পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হবে। শোধনাগারের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক যন্ত্রপাতি ফরাসী প্রটোকলের অধীনে একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ, সরবরাহ, স্থাপন এবং চালু করা হবে। বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো (সিভিল ওয়ার্কস) বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার অর্থে নির্মিত হবে। এই শোধনাগারের মধ্যে থাকবে :-

- অপরিশোধিত পানি উত্তোলন ও বিতরণ ব্যবস্থা।
- মিশ্রণ ট্যাংক এবং প্রবাহ বিতরণ ব্যবস্থা।
- ক্লারিফায়ার এবং ফিল্টার ব্যাটারী।
- ক্লোরিন নিয়ন্ত্রণ ট্যাংক এবং পরিশোধিত পানির আধার।
- পরিশোধিত পানির পাম্প ষ্টেশন।
- বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, ট্রান্সফরমার ভবন, রাসায়নিক দ্রব্যের ভান্ডার, রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ ট্যাংক, ক্লোরিনেশন ভবন, স্লাজ সংগ্রহের জন্য সুবিধাদি ইত্যাদি।

চ) শোধনাগারের সহযোগী কাঠামো :

এই কাজের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে :-

- প্রশাসনিক ভবন, পরীক্ষাগার এবং আবাসিক ভবন।
- রক্ষণাবেক্ষন ওয়ার্কশপ।
- বেষ্টনী, রাস্তা, নর্দমা এবং আলোক ব্যবস্থা।
- বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস, পানি সংযোগ সুবিধাদি।

ছ) ট্রান্সমিশন / প্রাইমারী ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন :

এই অংগের অধীনে প্রায় ৩৮ কিঃ মিঃ ৩০০ মিঃমিঃ হইতে ১৮০০ মিঃমিঃ পর্যন্ত ব্যাসের প্রাইমারী ট্রান্সমিশন ও অন্তবর্তীকালীন ট্রান্সমিশন পানির লাইন নির্মাণ করা হবে।

সকল অংগের কাজ "সরবরাহ এবং স্থাপন পদ্ধতি" অবলম্বন করে করা হবে।

জ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন :

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করা হচ্ছে। এই প্রকল্প সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা ওয়াসার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস কাজকরে যাচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকী কাজে বিদেশী ও স্থানীয় উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত থাকবে।

ঝ) অর্থায়ন :

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, ফরাসী সরকার ও জাপান সরকার অর্থায়ন করছে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের ভৌত নির্মাণ ও অন্যান্য অংগের কাজসহ চতুর্থ ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ৭৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

ঞ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :

প্রকল্পটি ২০০১ সালের জুন মাসের মধ্যে সমাপ্তির জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

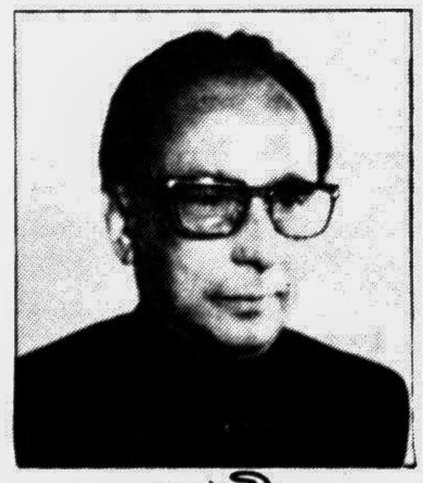

বাণী

ঢাকা মহানগরীর পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪র্থ ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর আজ ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ ইং (৬ই কার্তিক ১৪০৪ সাল) স্থাপন করছেন। ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের জন্য এটি একটি সুসংবাদ। শীতলক্ষ্যা নদীর পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করার বহু প্রতীক্ষিত এই পরিকল্পনা অবশেষে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সরকারের সক্রিয় ও সার্বিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সাথে ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের বহু দিনের পানির কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে। পরিকল্পনা মাফিক ২০০১ সাল নাগাদ এই পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। ফলে ঢাকা মহানগরীতে দৈনিক ২২.৫০ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। পর্যায়ক্রমে এই শোধনাগারের পানি শোধন ক্ষমতা দৈনিক ৯০ কোটি লিটারে উন্নীত হবে। বর্তমান গভীর নলকূপ ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পাশাপাশি নদীর পরিশোধিত পানি সরবরাহ করার নিমিত্তে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এক দিকে যেমন মহানগরীর পানি সংকট বহুলাংশে দূরীভূত হবে অন্যদিকে পরিবেশের উপর অনুকূল প্রভাব পড়বে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সর্ব প্রকার সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি সদাশয় সরকার, বিশ্বব্যাংক, ফরাসী সরকার, ওয়াসার সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ডঃ খন্দকার আজহারুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৬ই কার্তিক, ১৪০৪ বাং ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ ইং সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হওয়ায় ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের পানির চাহিদা পূরণে বহু প্রতীক্ষিত এই অতীব জন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বর্তমান জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের অংগীকার পূরণ হল।

ঢাকা মহানগরীর পানি সংকট দীর্ঘদিনের। এই সংকট নিরসনে অতীতের সরকার সমূহ যথেষ্ট আন্তরিক না হওয়ায় ইতিপূর্বে সমস্যা সমাধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এই বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ায় মহানগরীর পানি সমস্যা সমাধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন জটিলতা সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে দূর করা সম্ভব হয়েছে।

২০০১ সাল নাগাদ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ের মধ্যে একাধিক অন্তবর্তীকালীন গভীর নলকূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে নির্মিত পানি শোধনাগারের মাধ্যমে দৈনিক ২২.৫০ কোটি লিটার ছাড়াও দৈনিক ৬০ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি মহানগরীতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

উক্ত প্রকল্প সমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের ফলে ২০০২ সাল নাগাদ ঢাকা মহানগরীর পানি সংকট আর থাকবে না বলে আশা করা যায়।

আমি সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ জিল্লুর রহমান
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

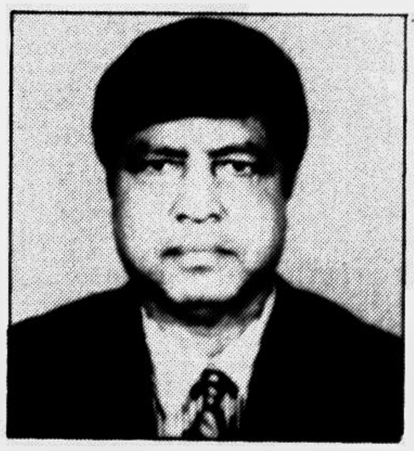

আজ ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ ইং ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। দিনটি আনন্দের এ জন্য যে আজকের দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু কাঙ্খিত ৪র্থ ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পের কাজ শুরুর সাথে সাথে মহানগরীর অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় সেবা-কর্ম পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ঢাকা ওয়াসার উন্নয়ন মূলক কাজের যাত্রা পথে এক উজ্জলতম মাইলফলক উম্মোচিত হল। ঢাকা মহানগরীর দ্রুত-বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার পানির চাহিদা পূরণে গভীর নলকূপ ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তাই জরুরী ভিত্তিতে এই সমস্যা সমাধানের জন্যে শীতলক্ষ্যা নদীর পানি পরিশোধণ করে মহানগরীতে সরবরাহ করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে। অনেক চড়াই-উৎরাই এর পর এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বর্তমান জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যে ভিত্তি রচিত হল তাকে ঘিরেই আগামী শতাব্দীর শুরুতেই ঢাকা নগরবাসীর জন্য পানি সরবরাহের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

এই জন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি প্রকল্পটির দ্রুত বাস্তবায়ন ও সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ডঃ এ.টি.এম. জহুরুল হক
চেয়ারম্যান
ঢাকা ওয়াসা বোর্ড।